২৭/৮/২০০০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃঃ ১৬ কলাম ১......

ঢাবি ক্যাম্পাস থমথমে ॥ ছাত্রলীগের দুই নেতাকে কুপিয়েছে ছাত্রদল ক্যাডাররা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ হত্যাকাণ্ডের পর থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের পরস্পরবিরোধী অবস্থানে শক্তির মহড়ায় এবং উস্কানিমূলক বক্তব্যে ক্যাম্পাসের সর্বত্র অজানা আশঙ্কা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনাও কমে গেছে। শুক্রবারের হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগ ছাত্রদল পরস্পরের বিরুদ্ধে রমনা থাকায় এজাহার দায়ের করেছে। থানা ছাত্রদলেরটি নিয়েছে মামলা হিসাবে আর ছাত্রলীগেরটি নিয়েছে জিডি হিসাবে। ছাত্রদল ক্যাডাররা শাহবাগে ছাত্রলীগের দু' নেতাকে চাপাতি দিয়ে বেধড়ক কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। ছাত্রদল ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল চিন্তার ধারক শিক্ষকদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজের লাশ সিরাজগঞ্জের গ্রামের

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি ক্যাম্পাস থমথমে

(১২-এর পাতার পর)

বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচলিত ধারার ছাত্ররাজনীতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাডাররা গতকাল শনিবার শাহবাগ মোড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল শাখা ছাত্রলীগের দু' নেতা শিশির ও বাশারকে চাপাতি দিয়ে বেধড়ক কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেছে। সাত-আটটি কোপের পর বাসার প্রাণে বেঁচে থাকলেও তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী সংগঠনের কর্মীরা মহানগরীর যেখানে ছাত্রলীগ নেতাদের পাবে সেখানেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছাত্রলীগ শনিবার রাতে সামগ্রিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করেছে। এদিকে জিয়া হলে ছাত্রলীগ নেতা ফিরোজ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় হল শাখা ছাত্রদল নেতাদের আসামী করে শনিবার মামলা দায়ের করা হয়েছে। ছাত্রলীগ গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করেছে। ছাত্রদল ধর্মঘটের পক্ষে মিছিল-সমাবেশ করেছে।

গতকাল বেলা সাড়ে বারোটায় ছাত্রলীগের দু' নেতাকে শাহবাগে ওৎ পেতে থাকা ছাত্রদল ক্যাডাররা কুপিয়েছে।